IFLA
International
Federation of
Library
Associations and Institutions

UNESCO
IFAP
unesco
Information for All
Programme

আইএফএলএ-ইউনেস্কো পাবলিক লাইব্রেরি ইস্তেহার ২০২২

স্বাধীনতা, সমৃদ্ধি এবং সমাজ ও ব্যক্তির সার্বিক উন্নয়ন হল মৌলিক মানবিক মূল্যবোধ। আর ওয়াকিবহাল নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ ও সমাজে সক্রিয় ভূমিকা পালনে তাদের দক্ষতার মাধ্যমেই সেই মূল্যবোধ অর্জন করা যাবে। গঠনমূলক অংশগ্রহণ এবং গণতন্ত্রের বিকাশ যথেষ্ট শিক্ষার পাশাপাশি বিনামূল্যে জ্ঞান, চিন্তা, সংস্কৃতি এবং তথ্যের অবাধ অধিকারের উপর নির্ভর করে।

সার্বজনীন লাইব্রেরি জ্ঞানার্জনের স্থানীয় প্রবেশদ্বার—ব্যক্তি ও সামাজিক গোষ্ঠীর জীবনব্যাপী শিক্ষা, স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের এক মৌলিক শর্ত। এটি বাণিজ্যিক, প্রযুক্তিগত বা আইনি বাধা ছাড়াই বৈজ্ঞানিক এবং লৌকিক জ্ঞানসহ সমস্ত ধরণের জ্ঞানার্জন ও সেটি ভাগ করে নেওয়ার অবাধ অধিকার ও প্রয়োগের মাধ্যমে জ্ঞাত-সমাজের ভিত্তি তৈরি করে।

প্রতিটি দেশে, তবে বিশেষত উন্নয়নশীল বিশ্বে, গ্রন্থাগারগুলি শিক্ষার অধিকার এবং সাংস্কৃতিক জীবনে জ্ঞাত-সমাজ ও সামাজিক গোষ্ঠীর অংশগ্রহণের অধিকার মানুষের কাছে যতটা সম্ভব সুগম করা যায় সেটা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

এই ইস্তেহার ইউনেস্কোর সার্বজনীন গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বিশ্বাসগুলিকে ঘোষণা করছে—সাধারণ গ্রন্থাগার শিক্ষা, সংস্কৃতি, অন্তর্ভুক্তি এবং তথ্যের অবাধ অধিকারের প্রাণশক্তি, স্থিতিশীল উন্নয়নের অপরিহার্য প্রতিনিধি, এবং সকলের মনের মধ্যে দিয়ে শান্তি ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের পরিপূর্ণতা লাভের বাহক।

সেই কারণে ইউনেস্কো জাতীয় ও স্থানীয় সরকারকে সার্বজনীন গ্রন্থাগারের উন্নয়নে সমর্থন ও সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকার জন্য উৎসাহিত করছে।

সাধারণ গ্রন্থাগার

সাধারণ গ্রন্থাগার তথ্যের স্থানীয় কেন্দ্র, যেটি তার ব্যবহারকারীদের সব ধরনের জ্ঞান এবং তথ্য সহজে পেতে সাহায্য করে। এটি জ্ঞাত-সমাজের একটি অপরিহার্য উপাদান, সার্বিক অধিকার এবং সমস্ত মানুষের জন্য তথ্যের ফলপ্রসূ প্রয়োগের শর্ত নিশ্চিত করার জন্য যোগাযোগের নতুন মাধ্যমগুলির সঙ্গে ক্রমাগত অভিযোজিত হয়। এটি জ্ঞান উৎপাদন, তথ্য ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান ও নাগরিক সম্পৃক্ততার সার্বিক প্রবেশাধিকার প্রদান করে।

গ্রন্থাগার গোষ্ঠীচেতনার সৃষ্টিকর্তা, সক্রিয়ভাবে নতুন শ্রোতাদের কাছে পৌঁছানো এবং স্থানীয় চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অবদান রাখে এমন পরিষেবার নকশাকে সমর্থন করার জন্য কার্যকরী পদ্ধতি ব্যবহার করে। গ্রন্থাগারের প্রতি জনসাধারণের আস্থা রয়েছে এবং এর বিনিময়ে, নিজের সমাজকে সক্রিয়ভাবে অবগত ও সচেতন রাখা সার্বজনীন গ্রন্থাগারের প্রধান লক্ষ্য।

সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিষেবাগুলি বয়স, জাতি, লিঙ্গ, ধর্ম, জাতীয়তা, ভাষা, সামাজিক অবস্থান এবং অন্য কোনও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে সকলের সমানাধিকারের ভিত্তিতে প্রদান করা হয়। বিশেষ পরিষেবা এবং তার উপকরণগুলি অবশ্যই সেই সমস্ত ব্যবহারকারীদের জন্য ধার্য করা উচিত যারা কোনো কারণবশত, প্রথাগত পরিষেবা এবং উপকরণ ব্যবহার করতে পারেন না, যেমন, ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, প্রযুক্তি বিষয়ে অনভিজ্ঞ বা কম্পিউটার ব্যবহারে অদক্ষ, সাক্ষরতা সংক্রান্ত দুর্বলতা বা হাসপাতাল বা কারাগারে থাকা মানুষ।

সকল বয়সের মানুষ যেন তাদের প্রয়োজনের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ প্রাসঙ্গিক উপাদান খুঁজে পান। গ্রন্থাগারের সংগ্রহ এবং পরিষেবার মধ্যে সমস্ত ধরণের আবশ্যক মাধ্যম এবং আধুনিক প্রযুক্তির পাশাপাশি ঐতিহ্যগত উপকরণও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। উচ্চ গুণমান, স্থানীয় চাহিদা এবং অবস্থার সঙ্গে মানানসই এবং সামাজিক গোষ্ঠীর ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতিফলন আবশ্যিক। অন্তর্ভুক্ত উপাদান অবশ্যই বর্তমান প্রবণতা এবং সমাজের বিবর্তনের পাশাপাশি মানুষের প্রচেষ্টা এবং কল্পনার স্মৃতি প্রতিফলিত করে সেটি নিশ্চিত করতে হবে।

সংগ্রহ এবং পরিষেবাগুলি কোনও ধরণের আদর্শবাদ, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় বিধিনিষেধের অধীন হওয়া উচিত নয়, বা তার উপর বাণিজ্যিক স্বার্থের দাবি চাপানো অনুচিত।

সাধারণ গ্রন্থাগারের লক্ষ্য

নিম্নলিখিত লক্ষ্যগুলি যা তথ্য, সাক্ষরতা, শিক্ষা, অন্তর্ভুক্তি, নাগরিক অংশগ্রহণ এবং সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত সেগুলি সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির পরিষেবার মূলে থাকা উচিত। এই মূল লক্ষ্যগুলির মাধ্যমে, সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি স্থিতিশীল উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্য এবং আরও ন্যায্য, মানবিক ও স্থিতিশীল সমাজ গঠনে সহায়তা করে।

- সেন্সরশিপ থেকে মুক্ত তথ্য এবং ধারণার বিস্তৃত পরিসরে অগ্রাধিকার, সমস্ত স্তরে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি জীবনব্যাপী চলমান শিক্ষা, তার সঙ্গে সমস্ত স্তরের মানুষের স্বতঃপ্রণোদিত এবং স্ব-পরিচালিত জ্ঞান অর্জন;

- ব্যক্তিগত সৃজনশীল বিকাশের সুযোগ, এবং কল্পনা, সৃজনশীলতা, কৌতূহল এবং সহানুভূতির উন্মেষ;

- জন্ম থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত শিশুদের পড়ার অভ্যাস তৈরি এবং সেই অভ্যাসকে শক্তিশালী করা;

- লেখা ও পড়ার দক্ষতা গড়ে তোলার জন্য সাক্ষরতাকেন্দ্রিক কার্যক্রম এবং কর্মসূচির সূচনা, সমর্থন এবং অংশগ্রহণ, এবং একটি জ্ঞাত, গণতান্ত্রিক সমাজের চেতনার গঠনের লক্ষ্যে, সমস্ত বয়সের সকল মানুষের জন্য মিডিয়া এবং তথ্য সাক্ষরতা এবং ডিজিটাল সাক্ষরতায় দক্ষতার বিকাশকে সহজতর করা;

- যতদূর সম্ভব ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে সামনা-সামনি এবং দূরবর্তী, সকলের কাছে তথ্য, উপাদান এবং কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়ার মাধ্যমে পরিষেবা প্রদান করা;

- সামাজিক কাঠামোর মূলে গ্রন্থাগারের ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ, সমস্ত ধরণের গোষ্ঠীর তথ্য এবং সমাজকে সংগঠিত করার সুযোগের ক্ষেত্রে সকলের অধিকার সুনিশ্চিত করা;

- সকল সম্প্রদায়কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অধিকার প্রদান করা, যেমন গবেষণার ফলাফল এবং স্বাস্থ্যসংক্রান্ত তথ্য, যা সেই তথ্য ব্যবহারকারীদের জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে, পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে

অংশগ্রহণের সুযোগ;

- স্থানীয় উদ্যোগ, সমিতি এবং আগ্রহী গোষ্ঠীগুলিকে পর্যাপ্ত তথ্য পরিষেবা প্রদান করা;

- স্থানীয় এবং দেশজ তথ্য, জ্ঞান, এবং ঐতিহ্য (মৌখিক ঐতিহ্যসহ)-এর সংরক্ষণ এবং অংশগ্রহণ, এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা যেখানে স্থানীয় সম্প্রদায়ের অনুমতিক্রমে অংশগ্রহণকারীরা তাদের ঐতিহ্যের একত্রীকরণ, সংরক্ষণ এবং ভাগ করে নেওয়ার জন্য উপযুক্ত উপাদান সনাক্ত করায় সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে;

- আন্তঃসাংস্কৃতিক কথোপকথন বৃদ্ধি এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সমর্থন;

- সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি এবং ঐতিহ্যের সংরক্ষণ এবং অর্থপূর্ণ ব্যবহারের অধিকার, শিল্পকলার সমাদার, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উন্মুক্ত ব্যবহার, গবেষণা এবং উদ্ভাবন, যেভাবে প্রথাগত মাধ্যমসহ, ডিজিটাইজড এবং আদ্যন্ত-ডিজিটাল উপাদানের ক্ষেত্রে উপস্থাপিত হয়।

পুঁজি, আইন এবং যোগাযোগ

নীতিগতভাবে, সাধারণ গ্রন্থাগারের কেন্দ্র ও পরিষেবা বিনামূল্যে প্রদান করতে হবে। সাধারণ গ্রন্থাগার স্থানীয় এবং জাতীয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত সুনির্দিষ্ট, সাম্প্রতিক আইনসমূহের দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। জাতীয় এবং স্থানীয় সরকার দ্বারা এর অর্থায়ন আবশ্যক। এই ব্যবস্থাকে সংস্কৃতি, তথ্য সরবরাহ, সাক্ষরতা এবং শিক্ষার দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচীর এক অপরিহার্য উপাদান করে তুলতে হবে।

বর্তমানের প্রযুক্তি-নির্ভর যুগে, সাধারণ গ্রন্থাগারের ব্যবহারিক সংগ্রহের ক্ষেত্রে অবশ্যই সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত এবং বৌদ্ধিক সম্পত্তি আইনকে একইরকম যুক্তিসঙ্গত শর্তে ডিজিটাল বিষয়বস্তু সংগ্রহ এবং ব্যবহারের অধিকার দেওয়ার ক্ষমতা নিশ্চিত করতে হবে।

দেশব্যাপী গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সমন্বয় এবং সহযোগিতা নিশ্চিত করতে, পরিষেবার স্বীকৃত মানের উপর ভিত্তি করে আইন এবং কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরি করে একটি জাতীয় গ্রন্থাগার নেটওয়ার্কের সংজ্ঞায়ন ও প্রচার জরুরি।

জাতীয়, আঞ্চলিক, গবেষণাগার এবং বিশেষ গ্রন্থাগারের পাশাপাশি সাধারণ গ্রন্থাগার নেটওয়ার্ক অবশ্যই স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে সম্পৃক্তভাবে সাজিয়ে তুলতে হবে।

কার্যপদ্ধতি এবং ব্যবস্থাপনা

স্থানীয় গোষ্ঠীর চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কিত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার এবং পরিষেবাগুলি সংজ্ঞায়িত করে একটি স্পষ্ট নীতি প্রণয়ন করতে হবে। লৌকিক জ্ঞান এবং গোষ্ঠীগত অংশগ্রহণ এই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে মূল্যবান এবং স্থানীয় সম্প্রদায়গুলিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি।

সাধারণ গ্রন্থাগার কার্যকরভাবে সংগঠিত করতে হবে এবং কর্মপদ্ধতির ক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব বজায় রাখা জরুরি।

সমস্ত পরিষেবা সমাজের সকল সদস্যের কাছে শারীরিক বা প্রযুক্তিভাবে ব্যবহারের সুযোগ করে দিতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন সঠিক স্থানে অবস্থিত ও সুসজ্জিত গ্রন্থাগার ভবন, ভালো পঠন ও অধ্যয়নের সুবিধা, সেই

সঙ্গে প্রাসঙ্গিক প্রযুক্তি এবং উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত সময় পর্যন্ত গ্রন্থাগার খোলা রাখার ব্যবস্থা যা ব্যবহারকারীদের পক্ষে সুবিধাজনক। এর দ্বারা এও বোঝানো হচ্ছে, যারা লাইব্রেরি যেতে অক্ষম তাদের কাছেও সমপরিমাণ পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া জরুরি।

গ্রন্থাগার পরিষেবা অবশ্যই গ্রামীণ এবং শহরবাসী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রয়োজনের পাশাপাশি প্রান্তিক গোষ্ঠী, যাদের বিশেষ-পরিষেবা প্রয়োজন তাদের, বহু-ভাষাভাষী এবং সমাজের আদিবাসী গোষ্ঠীর প্রয়োজনের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ হতে হবে।

গ্রন্থাগারিক হলেন এই পরিষেবার ব্যবহারকারী এবং সংগ্রহের মধ্যে সক্রিয় মধ্যস্থতাকারী, প্রযুক্তিগত এবং ঐতিহ্যগত উভয় ক্ষেত্রেই। পর্যাপ্ত মানব ও বস্তুগত সম্পদ, সেই সঙ্গে গ্রন্থাগারিকের পেশাগত এবং অবিরাম তালিম, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা করা এবং পর্যাপ্ত পরিষেবা নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য। পরিমাণগত এবং গুণগত সংজ্ঞা অনুযায়ী পর্যাপ্ত সংস্থান বিষয়ে পেশাদার গ্রন্থাগারিকদের পরিচালকদের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।

পুরো সংগ্রহের উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে যাতে ব্যবহারকারীরা উপকৃত হতে পারেন, সে বিষয়ে সাহায্য করার জন্য প্রচারকার্য ও শিক্ষামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

গ্রন্থাগারগুলির সামাজিক সুবিধাগুলি নীতিনির্ধারকদের কাছে তুলে ধরার জন্য ক্রমাগত গবেষণার মাধ্যমে লাইব্রেরির প্রভাবের মূল্যায়ন এবং তথ্য সংগ্রহের উপর মনোযোগ দেওয়া জরুরি। পরিসংখ্যানগত তথ্যের সংগ্রহ দীর্ঘমেয়াদী করা প্রয়োজন, কারণ সমাজের মধ্যে গ্রন্থাগারগুলির উপযোগিতা প্রায়শই পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

অংশীদারিত্ব

বৃহত্তর এবং আরও বৈচিত্র্যময় জনসাধারণের কাছে পৌঁছানোর জন্য গ্রন্থাগারের সঙ্গে অন্যান্য সংগঠনের পারস্পরিক অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের সঙ্গে সহযোগিতা—যেমন, ব্যবহারকারী গোষ্ঠী, স্কুল, বেসরকারি সংস্থা, গ্রন্থাগার সমিতি, ব্যবসাসহ স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় স্তরের সঙ্গে আন্তর্জাতিক স্তরের বৃত্তিধারীদের সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।

ইস্তেহারের বাস্তবায়ন

এতদ্বারা, স্থানীয় ও জাতীয় স্তরের নীতীনির্ধারক এবং বিশ্বব্যাপী বৃহত্তর গ্রন্থাগার সম্প্রদায়কে এই ইস্তেহারে প্রকাশিত নীতিগুলিকে বাস্তবায়নের জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।

১৮ *জুলাই* ২০২২